দৈনিক ইত্তেফাক ২১

তারিখ ... DEC. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পুস্তক ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পাঠাগার এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের নামে সৃজনশীল বই ক্রয়কে কেন্দ্র করিয়া তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। চলতি বছর জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের অধীনে দেশের ১ হাজার ৯৬টি পাঠাগারের জন্য ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার বই বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে দেশের ১১টি প্রকাশনা সংস্থা পাইয়াছে ৮১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। অপরদিকে ১৬৯টি প্রকাশনা সংস্থা, প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা। কয়েকটি বইয়ের ইনার পেজে মূল্য পরিবর্তনেরও অভিযোগ উঠিয়াছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে

(২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি টাকার বই ক্রয়ের যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা নিরপেক্ষ না হওয়ায় নূতন তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। নূতন এই তালিকাটি এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন পায় নাই।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের অধীনে প্রতি বছর দেশের পাঠাগারসমূহে বই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। গ্রন্থ কেন্দ্রের তালিকায় উন্নয়ন খাতে ৩৯০টি এবং রাজস্ব খাতে ৭০৬টি পাঠাগারের তালিকা রহিয়াছে। এইসব পাঠাগারে ১৫ হাজার টাকা হইতে শুরু করিয়া ১ লক্ষ টাকার বই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ইতিপূর্বে পাঠাগারগুলি তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী বইয়ের তালিকা প্রদান করিয়া জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র হইতে বই সংগ্রহ করিয়াছে। এইক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি শুরু হইলে চলতি বছর একটি কমিটির মাধ্যমে বই সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি প্রথম পর্যায়ে ৩২ শত বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করে। পরে এই তালিকা হইতে শতকরা ৩০ ভাগ কমিশনে ৭১৪টি বই চলতি বছরে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কথা উঠিয়াছে বই বরাদ্দের প্রক্রিয়া নিয়া। চলতি বছরের তালিকায় ১১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে সাহিত্য প্রকাশ, আগামী প্রকাশনী, ইউপিএল, কাকলী প্রকাশনী, অনুপম প্রকাশনী, মাওলা ব্রাদার্স, অনন্যা প্রকাশনী, সময় প্রকাশনী, শিখা প্রকাশনী, বিদ্যা প্রকাশনী এবং বিউটি বুক হাউস মোট ৮১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৯০ টাকা বরাদ্দ পাইয়াছে। এই তালিকায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ হইল ১৩ লক্ষ ৭৫৬ টাকা এবং সর্বনিম্ন বরাদ্দ হইল ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯০ টাকা। অপরদিকে নজরুল ইন্সটিটিউট, শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমী, বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ ১৬৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পাইয়াছে মাত্র ৩৭ লক্ষ টাকা।

কয়েকটি বইয়ের ইনার পেজে মূল্য পরিবর্তনের অভিযোগ তোলা হইয়াছে। একটি নামকরা প্রকাশনা সংস্থার ৬ শত টাকা মূল্যের বইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ তুলিয়া বলা হইয়াছে, পুরাতন একটি ক্যাটালগে বইখানির দাম উল্লেখ রহিয়াছে ৫ শত টাকা। অথচ পাঠাগারের জন্য প্রদানকৃত বইয়ে দাম লেখা রহিয়াছে ৬ শত টাকা। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারীর সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, বইখানি প্রকাশের পূর্বে একটি ক্যাটালগে সম্ভাব্য দাম ৫ শত টাকা উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু বইখানি প্রকাশের প্রথম সংস্করণেই ৬ শত টাকা মূল্য রাখা হয়। তিনি বলেন, বই প্রকাশের পূর্বে অনেকেই ক্যাটালগে সম্ভাব্য মূল্য উল্লেখ করেন। পরে প্রকাশনার খরচ অনুযায়ী উল্লেখিত মূল্য কম অথবা বেশী করা হয়।

পাঠাগারের বইয়ের ব্যাপারে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালকের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি বইয়ের তালিকা প্রণয়ন করিয়াছে। এইক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কোন ভূমিকা ছিল না। তিনি বলেন, ৩২ শত বইয়ের মধ্যে প্রথম দফায় ৭১৪টি বই কেনা হইয়াছে। আগামীতে এই তালিকা হইতে অন্যান্য বই কেনা হইবে। বইয়ের মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোগের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন, এই ব্যাপারে আমরা তদন্ত করিয়া দেখিতেছি। সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের খবর দেওয়া হইয়াছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি টাকার বই কেনা নিয়াও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্বে এই প্রকল্পের একটি বইয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকায় প্রকাশনা সংস্থার চাইতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত বিভিন্ন বই কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন মহলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নূতন তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে। উভয় তালিকায় শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নায়ার সুলতানা সই করিয়াছেন।

এদিকে গ্রন্থাগারের বইয়ের ব্যাপারে লেখক-প্রকাশকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। একটি পক্ষ বলিতেছে, চলতি বছর বই নেওয়া হইতেছে মাত্র ৭১৪টি। অথচ কমিটি প্রথম পর্যায়ে বাছাই করিয়াছে ৩২ শতটি। দ্বিতীয় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন উঠিয়াছে। দেশের একজন বিশিষ্ট লেখক বলিলেন, বিগত বছর কলিকাতা বইমেলার জন্য বাংলাদেশের প্রকাশকদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই তালিকায় যেসব প্রকাশনা সংস্থার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেইসব সংস্থা নিশ্চয়ই গুরুত্ব বহন করে। যদি তাহাই হয় তবে পাঠাগারের বই গুটিকয়েক প্রকাশনা সংস্থাকে বরাদ্দ দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত?